দৈনিক ইত্তেফাক

সন্ত্রাসই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে বড় সমস্যা

—ভিসি মান্নান

চট্টগ্রাম ভার্সিটি রিপোর্টার ॥ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আব্দুল মান্নান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা হইতেছে সন্ত্রাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট ও ফাইন্যান্স কমিটির যৌথ সভায় ভিসি উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন। ভিসি অধ্যাপক আব্দুল মান্নান বলেন, সাম্প্রতিককালে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতির ছত্রচ্ছায়ায় সন্ত্রাস আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনি বলেন, সন্ত্রাস সুস্থ ছাত্র রাজনীতি চর্চার পরিচায়ক নয়। ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে গুরুতর সেশনজটের সৃষ্টি হইয়াছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের

(১৫শ পৃষ্ঠায় ২-এর কঃ দ্রঃ)

সন্ত্রাসই

(শেষ পৃঃ পর)

অপূরণীয় ক্ষতিসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমিত সম্পদের উপর অব্যাহত চাপ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমসহ অন্যান্য স্বাভাবিক উন্নয়ন কর্মকান্ড ব্যাহত হওয়ার আশংকা দেখা দিয়াছে। ভিসি বলেন, রাজনৈতিক দলের সহিত ছাত্র সংগঠনসমূহের সম্পৃক্ততার কারণে কোন কোন সময়ে পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করে। ফলে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ব্যাহত হয় এবং অভিভাবকরা থাকেন উদ্বিগ্ন। ভিসি অধ্যাপক আব্দুল মান্নান বলেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের ছত্রচ্ছায়ায় মাত্র শতকরা ৫ ভাগেরও কম ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতিকে অশান্ত করিয়া তোলে। তিনি সন্ত্রাসীদেরকে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে বয়কটের আহ্বান জানান।

৩৫ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকার বাজেট

গতকাল সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট ও ফাইন্যান্স কমিটির যৌথ সভায় ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বৎসরের সংশোধিত বাজেট এবং ১৯৯৮-৯৯ সালের বাজেট উপস্থাপন করা হয়। ১৯৯৮-৯৯ সালের জন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল বাজেট ধরা হইয়াছিল ৩৫ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু সরকারের পক্ষ হইতে ২৬ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দের আশ্বাস পাওয়া গিয়াছে। ফলে ঘাটতি হইতেছে ৯ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটের প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ অর্থ ব্যয় হয় বেতন-ভাতা খাতে। শিক্ষা ও অন্যান্য খাতে ব্যয় হয় শতকরা ৯ দশমিক ১১ ভাগ। জানা যায়, বিগত বৎসরগুলিতে বাজেটে ঘাটতি রহিয়াছে প্রায় ৬ কোটি টাকা। গত বৎসর (৯৭-৯৮) বাজেট ছিল ২৮ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা। কিন্তু সরকারের পক্ষ হইতে পাওয়া যায় ২৩ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা।

বিগত বৎসরগুলিতে বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিল ব্যয়, জ্বালানি তেলের ও শিক্ষা খাতে মূল্য বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও এ সকল খাতে সরকার কর্তৃক প্রয়োজনীয় বাজেট বৃদ্ধি না করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পঠন-পাঠন চালু রাখা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট উপস্থাপন করেন হিসাব নিয়ামক সিদ্দিকুর রহমান ভুইয়া।